ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

# ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু:
# দুর্যোগ মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

## সার-সংক্ষেপ

১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

# ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

## ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু: দুর্যোগ মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়


### গবেষণা উপদেষ্টা

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, চেয়ারপার্সন, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
ড. ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, উপ-নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, পরিচালক-গবেষনা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

### গবেষণা এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত

মু. জাকির হোসেন খান, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন
নিহার রঞ্জন রায়, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি
মো: নেওয়াজুল মওলা, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার- রিসার্চ, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন
নাহিদ শারমীন, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি



### কৃতজ্ঞতা

সম্পাদনায় মূল্যবান সহায়তার জন্য আন্তরিক শাহজাদা এম. আকরাম, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি মেহেদী হাসান- ইন্টার্ন (খন্ডকালীন), জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, টিআইবি ও স্থানীয় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহকারীগণ সহ টিআইবি'র গবেষণা এবং পলিসি বিভাগসহ বিভিন্ন ইউনিট ও ইউনিটের সহকর্মীদের প্রতি, যারা তাদের পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে এই গবেষণা প্রতিবেদন সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন।



### যোগাযোগ

**ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালবাংলাদেশ**
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চমতলা)
বাড়ি ৫,সড়ক ১৬(নতুন) ২৭(পুরাতন),ধানমন্ডি,ঢাকা ১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২)৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯
ফ্যাক্স: (+৮৮০-২)৯১২৪৭৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

# ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু: দুর্যোগ মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

## সার-সংক্ষেপ

### ১. ভূমিকা:

### ১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবে বিভিন্ন দেশে ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস সহ নানা ধরনের দুর্যোগের ঝুঁকির মাত্রা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। এরই প্রেক্ষিতে, দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে ২০১৫ সালে ৮৩ টি দেশ এ সংক্রান্ত আইনগত প্রবিধান প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশেও দুর্যোগের ঝুঁকি প্রতিনিয়ত বাড়ছে এবং ঝড়,বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রায় প্রতি বছর প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। ২০১৩ সালে প্রকাশিত ক্লাইমেট ভালনারেবল মনিটর অনুসারে, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ফলে ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে প্রতি বছর অতিরিক্ত ৬ লাখ মানুষ ঝুঁকিতে এবং ১২৫ কোটি ডলারের অতিরিক্ত অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশে পরিসংখ্যান ব্যুরো'র জরিপ ২০১৫ এর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ২০০৯-২০১৪ সময়কালে ঘূর্ণিঝড় ও টর্নেডোতে বাংলাদেশের মোট খানার ২৫.৫১% ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে (বিবিএস, ২০১৫)।

বাংলাদেশে বিগত ২৫ বছরে ঘূর্ণিঝড় সংঘটনের হারের ক্রমবৃদ্ধি লক্ষণীয়। ১৬ বছরে (১৯৯১-২০০৬) মাত্র ৬টি ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানলেও গত এক দশকে (২০০৭-২০১৬) সিডর (২০০৭), আইলা (২০০৯), মহাসেন (২০১৩), কোমেন (২০১৫) ও রোয়ানু'র (২০১৬) মতো ৫টি ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত। ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশে এই ঘূর্ণিঝড়গুলোর আঘাত জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তবতারই প্রতিফলন। বাংলাদেশে ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ২.৫ লাখ মানুষ নিহত হওয়ার পর পর্যায়ক্রমে সরকারি বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে মৃতের হার ব্যাপকভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে এবং ১৯৯১ সালে প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ে হাজার হাজার মানুষ নিহত হওয়ার পর ব্যাপকভাবে কমিউনিটিভিত্তিক ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচীর মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় এবং টর্নেডোর ফলে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা বিশেষকরে নিহত হওয়ার মাত্রা ব্যাপকভাবে কমিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছে। সর্বশেষ ২০১৬ সালের ২১ মে ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু উপকূলীয় ১৫টি জেলায় আঘাতের কারণে ২৭ জন নিহত এবং ঘরবাড়িসহ জমির ফসল ও অন্যান্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এই ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছাসে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বরগুনা, লক্ষ্মীপুর এবং ভোলায় ক্ষতির পরিমাণ বেশি হয়, বিশেষকরে জমির ফসল, পালিত গরু, ছাগল এবং অন্যান্য প্রাণী, মৎস্য ও অন্যান্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। যদিও দুর্যোগ মোকাবেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সরকারি উদ্যেগগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল, দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী-২০১০ প্রণয়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ প্রণয়ন এবং এর আওতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ প্রণয়ন; সমগ্র দেশের দুর্যোগের ঝুঁকি মানচিত্র তৈরি এবং দুর্যোগ পরবর্তী অবস্থা থেকে দ্রুত উত্তরণের জন্য জাতীয় কন্টিনজেন্সী পরিকল্পনা প্রণয়ন। বাংলাদেশের দুর্যোগ মোকাবেলা ও ব্যবস্থাপনা মডেল বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত ও অনুসৃত হওয়ায় তার ধারাবাহিকতা রক্ষায় সুশাসন পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান।

বৈশ্বিকভাবে ২০১৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা-১১(গ) তে ২০২০ এর মধ্যে সমন্বিত দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যকর নীতি এবং পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে সামগ্রিক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার পাশাপাশি 'সেনডাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশান' এ ২০১৫-২০৩০ সময়কালের মধ্যে দুর্যোগপ্রবণ দেশগুলোতে দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সুশাসন এবং কার্যকর সাড়া প্রদানে দুর্যোগ পূর্ববর্তী প্রস্তুতি শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এছাড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এবং বাংলাদেশের দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী-২০১০ তে ঘূর্ণিঝড় পূর্ববর্তী প্রস্তুতি এবং জরুরি সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেওয়া সত্ত্বেও গণমাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু মোকাবেলায় সুশাসনের ঘাটতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে। ইতোপূর্বে ঘূর্ণিঝড় সিডর (২০০৭) ও আইলা (২০০৯) মোকাবলায় গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর টিআইবি পরিচালিত গবেষণায় (২০০৭ এবং ২০১০) সুশাসনগত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ পরিলক্ষিত হয়। দুর্যোগ মোকাবেলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের স্বীকৃত অর্জনকে এগিয়ে নিয়ে উচ্চতর পর্যায়ে বহুমুখী উৎকর্ষ নিশ্চিত করা ও সুশাসনের মৌলিক উপাদানসমূহকে বাংলাদেশের দুর্যোগ মোকাবেলার মূলধারায় টেকসই করার উদ্দেশ্যে সরকারসহ সকল অংশীজনের সাথে সহায়ক ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে টিআইবি বড় ধরনের দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ কর্মকান্ডে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিষয়ক গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় টিআইবি "ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু: দুর্যোগ মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক এই গবেষণা পরিচালনা করেছে।

## ১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হল ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও তার কারণ, ফলাফল ও প্রভাব চিহ্নিত করা এবং গবেষণায় প্রাপ্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যথাযথ সুপারিশ প্রদান করা। এ গবেষণায় স্থানীয় পর্যায়ে ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম, ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে সরকারিভাবে জরুরি সাড়া প্রদান, ত্রাণ কার্যক্রম এবং জরুরি পুনর্বাসন কার্যক্রম এবং বেসরকারিভাবে উপকারভোগী নির্বাচন এবং ত্রাণ কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উল্লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে সুশাসনের চারটি নির্দেশক, যথা- স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ এবং শুদ্ধাচার এর ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ঘূর্ণিঝড় পূর্ববতী সময়ে সতর্ক বার্তা, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে স্থানান্তর, প্রয়োজনীয় ত্রাণ এবং অর্থ বরাদ্দ ও শুকনো খাবার মজুদ এবং অন্যান্য সহায়তা নিশ্চিত করার বিষয়টি এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী সময়ে ত্রাণ বিতরণ, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যাচাই এবং পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের চাহিদা নিরূপনকে এ গবেষণার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এই গবেষণায় ২০১৬ সালের মে থেকে জুন মাস পর্যন্ত রোয়ানু সংক্রান্ত তথ্য বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে এবং তথ্য সংগ্রহের মেয়াদকাল ছিল মে, ২০১৬ থেকে জানুয়ারি, ২০১৭। এটি একটি গুণগত গবেষণা বিধায় উপস্থাপিত তথ্য ও গবেষণার ফলাফল সাধারণীকরণ করা যাবেনা এবং গবেষণার ফলাফল সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। তবে এ ফলাফল রোয়ানুর মতো দুর্যোগ মোকাবেলায় বিদ্যমান সুশাসনের ঘাটতিসমূহের একটি দিক-নির্দেশনা প্রদান করে।

## ১.৩ গবেষণা পদ্ধতি

এটি মূলত গুনগত গবেষণা, তবে অংশগ্রহণমূলক পরিসংখ্যান ব্যবহৃত হয়েছে। গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উৎস হিসেবে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা ও কমিউনিটি স্কোর কার্ডের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ তথ্য এবং বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন, আইন, নীতিমালা, আদেশাবলী, ওয়েবসাইট, সংবাদমাধ্যম পর্যালোচনার মাধ্যমে পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে। মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে- কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর; জেলা প্রশাসক; অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক; জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা; উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা; উপজেলা চেয়ারম্যান; উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা; প্রতিনিধি, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি); ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্য; ত্রাণ বিতরণকারী এনজিও'র কর্মকর্তা; স্থানীয় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিগণ; গণমাধ্যম কর্মীর এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সাথে ফোকাস দলীয় আলোচনা এবং কমিউনিটি স্কোরকার্ডের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

এ গবেষণায় ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ১৫টি জেলার মধ্যে থেকে মৃতের সংখ্যা, বেশি ক্ষতির শিকার পরিবার এবং বাড়ির সংখ্যা এবং জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা বিবেচনায় নিয়ে পাঁচটি জেলা, যথা- কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, লক্ষ্মীপুর, ভোলা এবং বরগুনা তথ্য সংগ্রহের জন্য বাছাই করা হয়েছে। নির্বাচিত প্রত্যেক জেলা হতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত একটি এবং তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিগ্রস্ত ১টি উপজেলা বাছাই করে প্রত্যেকটি উপজেলা হতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত একটি করে ইউনিয়ন তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। চূড়ান্তভাবে পাঁচটি জেলায় অবস্থিত মোট ১০টি উপজেলা থেকে ১০টি ইউনিয়ন থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার খসড়া প্রতিবেদনের ওপর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

## ২. দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী-২০১০

দুর্যোগ বিষয়ক আদেশাবলী-২০১০ অনুসারে, প্রশিক্ষিত প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী এবং জনসাধারণ দুর্যোগের সময় নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

**দুর্যোগ-পূর্ববর্তী উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ**

- ঝুঁকি যাচাই, নিয়মিত দুর্যোগ সংক্রান্ত মহড়ার আয়োজন, বিপদাপন্ন বা ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী শনাক্তকরণ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানসমূহকে দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম করে তোলা
- সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার, জরুরি আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবকদের সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ, আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ

**দুর্যোগকালীন ও পরবর্তী উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ**

- দুর্যোগ সংক্রান্ত যথাসময়ে সঠিক তথ্য প্রেরণ, জরুরি উদ্ধার কাজ পরিচালনা, নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

- ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের চাহিদা ও অগ্রাধিকার নির্ণয়, সরকারি ও বেসরকারি ত্রাণ কার্যক্রমে সমন্বয় এবং সামাজিক ন্যায্যতা নিশ্চিত করা

## ৩. ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু মোকাবেলায় ইতিবাচক উদ্যোগ

### ৩.১ ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু -পূর্ববর্তী কার্যক্রম

ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু পূর্ববর্তী কার্যক্রমে কিছু ইতিবাচক উদ্যোগ ছিল। রোয়ানুর আগেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও সতর্কবার্তা প্রচারের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর থেকে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের ইমেইল-এর মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। অন্যান্য উদ্যোগগুলো হলো, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে ঘূর্ণিঝড়ের অবস্থান সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদকরণ; **স্থানীয় পর্যায়ে** প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম না থাকা সত্ত্বেও **ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে** দুর্যোগের বার্তা প্রদানে স্বেচ্ছাসেবীদের উদ্যোগ গ্রহণ; জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আয়োজন করা; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর থেকে জরুরি ত্রাণ সহায়তা হিসাবে সম্ভাব্য আক্রান্ত জেলাগুলোতে ৫ কোটি টাকার শুকনো খাবার এবং ৮০ লাখ ৫২ হাজার টাকা নগদ বরাদ্দ এবং স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক শুকনো খাবার সংগ্রহ এবং স্থানীয়ভাবে মজুদকরণ, ইত্যাদি। বেসরকারিভাবে নির্মিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ এবং কোনো কোনো এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী বা বেসরকারি সংস্থাসমূহ তৎপর ছিলো।

### ৩.২ ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী কার্যক্রম

ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু পরবর্তী কার্যক্রমেও কিছু ইতিবাচক উদ্যোগ ছিল। সরকারি পদক্ষেপগুলোর মধ্যে ছিল- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক জরুরি ত্রাণ সহায়তা হিসাবে ৫,৬৮২ মেট্রিক টন চাল ও এক কোটি ৮০ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছিলো। এর পাশাপাশি ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী কার্যক্রমে অন্যান্য ইতিবাচক উদ্যোগের মধ্যে সরকারি কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন; দুর্যোগকালে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; জরুরি উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য ১২টি পিকআপ ভ্যান, ১২টি উদ্ধার নৌকা, ৬টি মোবাইল অ্যাম্বুলেন্স, ৪টি উত্তাল সমুদ্রে অনুসন্ধান উপযোগী উদ্ধারকারী নৌকা ক্রয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য যানবাহন ব্যবহার করে উদ্ধার কাজ পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান এবং নির্দিষ্ট ফরমে খানাভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বিস্তারিতভাবে সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছিলো। বেসরকারি পদক্ষেপের মধ্যে ছিলো খানাভিত্তিক যথাযথ তথ্যের ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা প্রণয়ন।

## ৪. ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

### ৪.১ ঘূর্ণিঝড়-পূর্ববর্তী পর্যায় জরুরি সাড়াদানে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

#### ৪.১.১ দুর্যোগের ঝুঁকি যথাযথভাবে চিহ্নিত করা এবং পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতি

এ গবেষণায় দেখা যায় ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু'র আগে গবেষণার আওতাভুক্ত ১০টি ইউনিয়নে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ বেড়িবাঁধ, পোল্ডার, আশ্রয়কেন্দ্র চিহ্নিত করায় ঘাটতি ছিল। তাছাড়াও ৮টি ইউনিয়নে চিহ্নিত ঝুঁকিপূর্ণ বেড়িবাঁধ, পোল্ডার, আশ্রয়কেন্দ্র সংস্কারের পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতি ছিল; এবং ঘূর্ণিঝড়ের আগে ১০টি ইউনিয়নের কোনো কোনো এলাকার জনগণকে ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য জানানোর ক্ষেত্রে ঘাটতি ছিল। এমনকি ১০টি উপজেলাতেই ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস মোকাবেলায় নিয়মিত প্রস্তুতি মহড়ার আয়োজন করা হয়নি। গবেষণায় দেখা যায়, ৬টি ইউনিয়নের কোনো কোনো ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণে অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর সময় সে আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর ব্যবহার উপযোগিতা ছিলনা। একজন মুখ্য তথ্যদাতা জানান, বিভিন্ন সরকারের সময় নির্মিত অধিকাংশ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি। ফলে সহজে এসব আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এসব আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণে গড়ে মোট বরাদ্দের ৭০ শতাংশ অর্থ ব্যয় হয়, বাকি অর্থ বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে যায়। তাছাড়া এসব আশ্রয়কেন্দ্র যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবেও দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়।

#### ৪.১.২ ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবার্তা প্রচারের ক্ষেত্রে ঘাটতি

রোয়ানু আঘাত হানার পূর্বে সতর্কবার্তা প্রচারের ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সাথে আবহাওয়া অধিদপ্তরের সমন্বয়ের ঘাটতি ছিল। কিছু কিছু ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় হালনাগাদ সতর্ক সংকেত প্রচার করা হয়নি। তাছাড়াও, ১০টি ইউনিয়নেই সতর্কবার্তা প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় ওয়ারলেস, মাইক ও যানবাহনের ঘাটতি ছিল। গবেষণায় দেখা যায়, ১০টি উপজেলার কোনো কোনো এলাকায় সতর্কবার্তা প্রচারের ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি ছিল এবং ১০টি ইউনিয়নের দুর্গম এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের আগে যথাযথ সময়ে সতর্কবার্তা পৌঁছায়নি। এর ফলে, এসব এলাকার জনগণ দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয়

প্রস্তুতি নিতে পারেনি। একটি দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহনকারীরা জানান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এলাকার সকলকে সতর্কবার্তা জানানোর জন্য চৌকিদারকে পাঠিয়েছিল, কিন্তু সে তা না করে এলাকার কিছু মানুষকে মুখে মুখে বলে গিয়েছে। কোনো মাইক দিয়ে প্রচার না করায় এলাকার অধিকাংশ মানুষ সতর্কবার্তার বিষয়ে জানতে পারেনি।

### ৪.১.৩ ঝুঁকিগ্রস্ত জনগণের সচেতনতার ঘাটতি

গবেষণার আওতাভুক্ত এলাকার জনগণ দুর্যোগের সতর্কবার্তাকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজস্ব বিবেচনার ওপর নির্ভর করেছে। ফলে এ গবেষণায় দেখা যায়, ১০টি ইউনিয়নেই সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এবং ২টি উপজেলায় মৃত্যুর সংখ্যা তুলনামূলক বেশি।

### ৪.১.৪ প্রয়োজনীয় এবং অধিক ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন আশ্রয়কেন্দ্রের অপ্রতুলতা

উপকূলীয় এলাকায় বসবাসকারীদের জন্য ৫,০০০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের প্রয়োজন হলেও বর্তমানে সব মিলিয়ে আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে ৩,৭৫১টি।

### ৪.১.৫ আশ্রয়কেন্দ্রের অভিগম্যতায় চ্যালেঞ্জ

ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে আশ্রয়কেন্দ্রে সরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে ৬টি ইউনিয়নের কোনো কোনো এলাকায় সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের উদ্যোগের ঘাটতি ছিল। তাছাড়া, রোয়ানুর পূর্বে ৬টি ইউনিয়নের কোনো কোনো ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে পৌঁছাতে নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের প্রায় দুই থেকে তিন কিলোমিটার কাঁচা ও ভাঙ্গা রাস্তা অতিক্রম করতে হয়েছে। প্রভাবশালীদের অনৈতিক প্রভাবে একটি ইউনিয়নে একটি আশ্রয়কেন্দ্র উপযুক্ত স্থানে নির্মাণ না করায় রোয়ানুর সময় ঝুঁকির মধ্যে থাকা মানুষের জন্য তা উপকারে আসেনি।

### ৪.১.৬ ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর সময় আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণে অব্যবস্থাপনা ও দুর্গতদের দুর্ভোগ

গবেষণায় দেখা যায়, ১০টি ইউনিয়নেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যবহৃত আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল ও লোকবল নেই, তবে যেসব আশ্রয়কেন্দ্র বেসরকারি সংস্থা নির্মাণ এবং পরিচালনা করছে সেসব আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়মিতভাবে করা হয়ে থাকে। এমনকি ১০টি ইউনিয়নে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত একাংশের রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ব্যবহার অনুপযোগী ছিল। কোনো কোনো আশ্রয়কেন্দ্র প্রভাবশালীরা ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করলেও তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি এবং একটি ইউনিয়নের ৩টি আশ্রয়কেন্দ্র তালাবদ্ধ অবস্থায় থাকায় মানুষের আশ্রয় নিতে পারেনি। শুধু তাই নয়, ৭টি ইউনিয়নের কোনো কোনো আশ্রয়কেন্দ্রে নারীদের থাকার জন্য পৃথক ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা ছিল এবং সরকারিভাবে বরাদ্দ থাকলেও ৬টি ইউনিয়নের কোনো কোনো আশ্রয়কেন্দ্রে শুকনো খাবার ও পানীয় জলের ঘাটতি ছিল।

### ৪.১.৭ ঘূর্ণিঝড়-পূর্ব প্রস্তুতি সম্পর্কে নাগরিকদের প্রদত্ত স্কোর

ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকদের মতে, 'সব জনগণকে সাইক্লোন শেল্টারে নেওয়ার' ক্ষেত্রে সরকার পদক্ষেপ নেয়নি (চিত্র ১)। এছাড়া আরও লক্ষ্য করা যায়, ৬টির (চিত্র ১) মধ্যে ৪ টি নির্দেশকের স্কোর পূর্ব প্রস্তুতি কর্যক্রমে দুর্বল সুশাসনকে প্রতীয়মান করে ।

**চিত্র ১: ঘূর্ণিঝড়-পূর্ব প্রস্তুতি সম্পর্কে নাগরিকদের প্রদত্ত সার্বিক স্কোর**

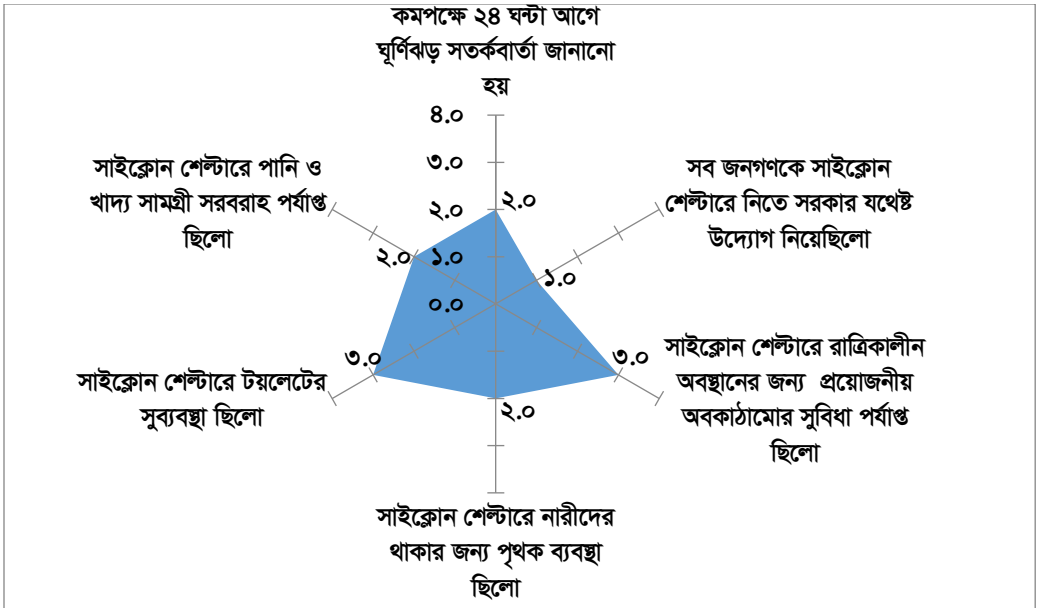


### ৪.১.৮ সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে ঘূর্ণিঝড় পূর্ববর্তী প্রস্তুতিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ

সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে গবেষনার ফলাফল বিশ্লেষণ করে নীচে সারণির মাধ্যমে দেখানো হলো:

**সারণি ১: সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে ঘূর্ণিঝড়-পূর্ববর্তী প্রস্তুতিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ**

| পদক্ষেপ | স্বচ্ছতা | জবাবদিহিতা | অংশগ্রহণ | শুদ্ধাচার |
|---|---|---|---|---|
| • ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ<br>• সর্তকবার্তা প্রচার<br>• আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ<br>• সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় | • ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্যের ঘাটতি<br>• দুর্গম এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবার্তা প্রচারে ঘাটতি<br>• আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যের ঘাটতি | • সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দুর্যোগের ঝুঁকি যথাযথভাবে চিহ্নিত না করা<br>• ঘূর্ণিঝড় শুরুর আগে আশ্রয়কেন্দ্রে দুর্গতদের সরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে উদ্যোগের ঘাটতি<br>• আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত একাংশ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ব্যবহার অনুপোযোগী | • সচেতনতার অংশ হিসেবে নিয়মিত প্রস্তুতি মহড়ার আয়োজন না করা<br>• আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ না থাকা | • আশ্রয়কেন্দ্র প্রভাবশালীদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা<br>• প্রভাবশালীদের অনৈতিক প্রভাবে আশ্রয়কেন্দ্র যথাস্থানে নির্মাণ না করা |

## ৪.২ ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী জরুরি সাড়া প্রদানে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

### ৪.২.১ ত্রাণ বরাদ্দে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ন্যায্যতা নিশ্চিতে ঘাটতি

সার্বিকভাবে এলাকাভেদে দুর্যোগের শিকার পরিবার প্রতি বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য পাওয়া যায়নি, যেমন, চট্টগ্রামে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার প্রতি ৪০১ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ভোলাতে এর ছয় গুণ বেশি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিলো। ভোলাতে বেশি বরাদ্দের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনার অভিযোগ পাওয়া যায়।

### ৪.২.২ দরিদ্র পরিবারের ক্ষতিগ্রস্ত ঘর নির্মাণের জন্য বরাদ্দে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ন্যায্যতা নিশ্চিতে ঘাটতি

চট্টগ্রামের সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ২০,০০০ ঘর নির্মাণের জন্য ১,২০০ বান্ডিল (গড়ে ০.০৬ বান্ডিল) ঢেউটিন বরাদ্দের বিপরীতে ভোলাতে ১,৫০০ সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত ঘর নির্মাণের জন্য ১,০০০ বান্ডিল (গড়ে ০.৭ বান্ডিল) ঢেউটিন বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিলো। এক্ষেত্রেও ভোলাতে রাজনৈতিক বিবেচনায় বেশি বরাদ্দের অভিযোগ পাওয়া যায়।

### ৪.২.৩ জরুরি ত্রাণের চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপনে যথার্থতা এবং স্বচ্ছতায় ঘাটতি

গবেষণার আওতাভুক্ত ক্ষতিগ্রস্ত ৩টি ইউনিয়নের দুর্গম এলাকায় জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন না করেই জরুরি ত্রাণের চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছে। তাছাড়া, ১০টি ইউনিয়নে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি ছিল। এমনকি ঘূর্ণিঝড়ের পরে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি খানায় গিয়ে তথ্য সংগ্রহ না করে অনুমানের ভিত্তিতে ১০টি ইউনিয়নের কোনো কোনো এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। একটি দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা জানান, গ্রাম পুলিশ এসে দোকানে বসে কয়েকজন লোকজনের সাথে কথা বলে তালিকা করেছে এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করেছে।

### ৪.২.৪ ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে রাজনৈতিক বিবেচনা

গবেষণায় চিহ্নিত হয় যে, ৬টি ইউনিয়নের কোনো কোনো ওয়ার্ডে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের বাদ দিয়ে নির্বাচনে সমর্থন প্রদানকারী/অনুসারীদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে, এমনকি ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের নিকট-আত্মীয়/অনুসারীদের দিয়ে তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। ৭টি ইউনিয়নের কোনো কোনো ওয়ার্ডে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের উপকারভোগী হিসেবে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না করে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিদের সমর্থন প্রদানকারী/অনুসারী, যারা প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত নয়, তাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্তি করা হয়েছে। জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক কোনো কোনো ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বিশেষকরে ৩টি ইউনিয়নের দুর্গম এলাকা পরিদর্শন না করে মূলত ধারনার ভিত্তিতে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করা হয়েছে।

### ৪.২.৫ ত্রাণ বিতরণে সমন্বয়হীনতা, অস্বচ্ছতা এবং শুদ্ধাচার চর্চায় ঘাটতি

গবেষণায় ১০টি উপজেলাতেই ত্রাণ বিতরণে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র বা দুঃস্থ পরিবার প্রতি গড়ে সর্বমোট ১৬৪ কেজি চাল ও ৫২৩ টাকা বরাদ্দ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে কি পরিমাণ বিতরণ করা হয়েছে তা নিশ্চিত করা হয়নি। এমনকি ১০টি ইউনিয়নের কোনো কোনো ওয়ার্ডে ত্রাণের পরিমাণ, উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া ও বিতরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে উপকারভোগীদের জানানো হয়নি। দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী তথ্যদাতারা জানান, "ত্রাণ কিভাবে আসে বা কারা এই ত্রাণ ভোগ করে থাকে তারা এই সম্পর্কে কেউ কিচ্ছু জানে না। সব চেয়ারম্যান, মেম্বর আর সরকারি অফিসাররা জানে "। এছাড়াও ৫টি ইউনিয়নের কোনো কোনো ওয়ার্ডে রাজনৈতিক স্বার্থ বিবেচনায় ত্রাণ বিতরণ করার অভিযোগ পাওয়া যায়; ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যরা যে ওয়ার্ডে কম ভোট পেয়েছেন সেখানে ত্রাণ বরাদ্দ দেওয়া হয় নি। একজন মুখ্য তথ্যদাতা জানান, "উপকারভোগী নির্বাচন ও ত্রাণ বিতরনের ক্ষেত্রে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাব সবসময়ই কাজ করে যা ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু পরবর্তী সময়েও হয়েছে। তাদের পছন্দের লোকদের মাঝেই সরকারিভাবে ত্রাণ বিতরণের জন্য তারা প্রভাব বিস্তার করেন।"

গবেষণায় দেখা যায়, ৪টি ইউনিয়নের কোনো কোনো গ্রামে ত্রাণ বিতরণে ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবর্তে চেয়ারম্যান ও মেম্বারের নিকট-আত্মীয়/অনুসারীদের প্রাধান্য দেয়া হয়। ইউনিয়ন পরিষদের একজন সদস্য নিজস্ব ওয়ার্ডে তার অনুগত ও ভোটের সময় সমর্থনকারী তিন পরিবারকে (যারা প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত নন) ৬০ কেজি করে চাল বরাদ্দ দিয়েছে। ৫টি ইউনিয়নেই ত্রাণের চাল বিতরণের সময় মাপে কম দেওয়ার অভিযোগ এবং ৮টি ইউনিয়নে সরকারিভাবে ঢেউটিন বিতরণ দেখানো হলেও ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ঢেউটিন বিতরণ করা হয়নি বলে গবেষণায় পাওয়া যায়।

### ৪.২.৬ ত্রাণ বিতরণ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের ও নিরসন ব্যবস্থার অনুপস্থিতি

গবেষণা পরিচালিত ১০টি ইউনিয়নেই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ত্রাণ বিতরণ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের ও নিরসন ব্যবস্থা অনুপস্থিত ছিল। মুখ্য তথ্যদাতাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ত্রাণ বিতরণ সংক্রান্ত অভিযোগ থাকলে তা সংশ্লিষ্ট এলাকার চেয়ারম্যান, তথ্য কর্মকর্তা এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ করতে পারে। তবে এর পাশাপাশি মুখ্য তথ্যদাতা হিসাবে একাধিক জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তারা উল্লেখ করেছেন যে, অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

### ৪.২.৭ ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী জরুরী সাড়াদান সম্পর্কে নাগরিকদের প্রদত্ত স্কোর

কমিউনিটি স্কোরকার্ড বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী জরুরী সাড়াদান কার্যক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকরা সন্তুষ্ট নন (চিত্র ২)। সবগুলো নির্দেশকের স্কোর ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী জরুরী সাড়াদান কর্যক্রমে দুর্বল সুশাসনকে প্রতীয়মান করে ।

**চিত্র ২: ঘূর্ণিঝড়- পরবর্তী জরুরী সাড়াদান সম্পর্কে নাগরিকদের প্রদত্ত সার্বিক স্কোর**

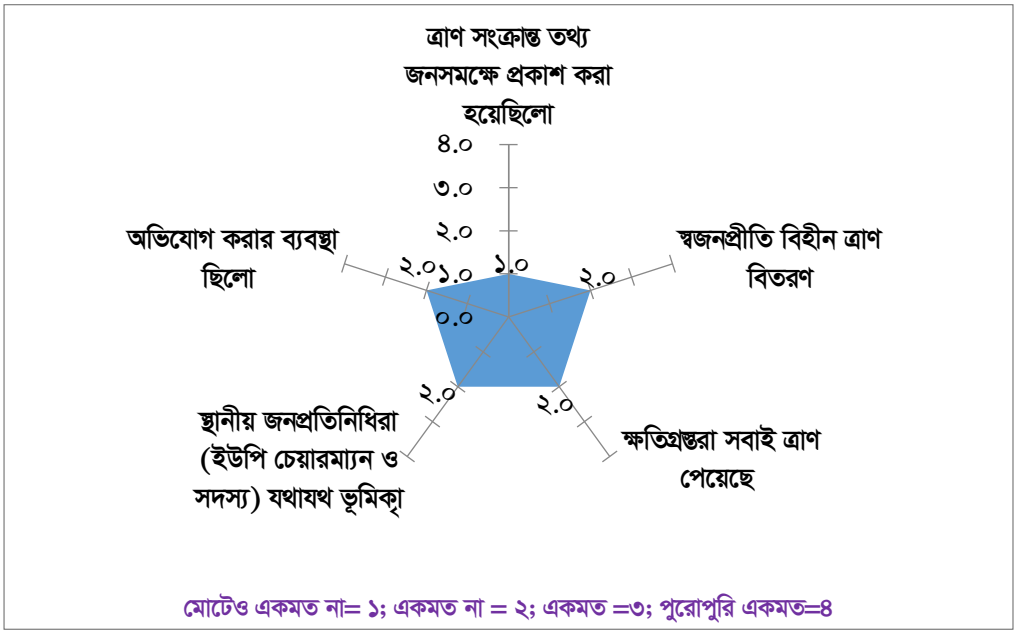


### ৪.২.৮ সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী জরুরি সাড়াদানে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ

সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে গবেষনার ফলাফল বিশ্লেষণ করে নীচে সারণির মাধ্যমে দেখানো হলো:

**সারণি ২: সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী জরুরী সাড়াদানে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ**

| পদক্ষেপ | স্বচ্ছতা | জবাবদিহিতা | অংশগ্রহণ | শুদ্ধাচার |
|---|---|---|---|---|
| **ত্রাণের চাহিদা নিরূপণ** | • উপকারভোগী নির্বাচন ও ত্রাণের চাহিদা নিরূপণ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ না করা | • উপকারভোগী নির্বাচন ও ত্রাণ বিতরণে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়হীনতা | • উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ না থাকা | • স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ইচ্ছামাফিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ |
| **উপকারভোগী নির্বাচন** | • ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য না জানানো | • ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণ সংক্রান্ত অভিযোগ জানানো ও নিরসন ব্যবস্থার ঘাটতি | • ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণে জন অংশগ্রহণের ঘাটতি | • প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকাভুক্তি এবং ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম ও দুর্নীতি |
| **ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণ** | | | | • ত্রাণ বিতরণে ক্ষতিগ্রস্তের প্রয়োজনের তুলনায় রাজনৈতিক সমর্থককে বেশি গুরুত্ব প্রদান |

## ৫. সুশাসনের ঘাটতির কারণ, ফলাফল এবং প্রভাব

## ৬. উপসংহার

সার্বিকভাবে, ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় পূর্ব প্রস্তুতি নেওয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। তবে এই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরো কমানো সম্ভব হতো যদি গবেষণায় প্রাপ্ত সুশাসনের চ্যালেঞ্জগুলো না থাকতো। গবেষণায় প্রাপ্ত সুশাসনের চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর পূর্বে সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহের বিষয়ে আগাম সমীক্ষা ও যথাযথ পূর্ব-প্রস্তুতিতে ঘাটতি, ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বে সতর্কবার্তা প্রচারে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরসমূহের মধ্যে সমন্বয়হীনতা ও কিছু কিছু ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় হালনাগাদ সতর্ক সংকেত প্রচার না করা, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের আশ্রয়কেন্দ্রে পৌছানোর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগে ঘাটতি এবং যানবাহন না থাকা অন্যতম। এছাড়া আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ/ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি, প্রয়োজনের তুলনায় আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা কম এবং কোনো কোনো ইউনিয়নে উপযুক্ত স্থানে নির্মাণ না করা, কোনো কোনো ইউনিয়নে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণে রাজনৈতিক প্রভাব, অনিয়ম-দুর্নীতি এবং রক্ষণাবেক্ষণে ঘাটতি, আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজনীয় সম্পদের যোগান না থাকার তথ্য পাওয়া গিয়েছে। রোয়ানুর পর কোনো কোনো এলাকায় বাড়িঘর সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এবং উপার্জনের সুযোগ না থাকায় উপকূলীয় এলাকা থেকে অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের ঝুঁকিও পরিলক্ষিত হয়েছে ।

## ৭. সুপারিশ

### (ক) ঘূর্ণিঝড়-পূর্ববর্তী পদক্ষেপ সংক্রান্ত

| সুপারিশ | অংশীজন |
|---|---|
| ১. ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা মোকাবেলা সংক্রান্ত তথ্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে অবহিত করতে হবে | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর; জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি |
| ২. সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ও দুর্গম এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেত প্রচারের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবস্থা নিশ্চিতের পাশাপাশি কমিউনিটি রেডিও এবং মোবাইল ফোনের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর; জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি |

| | |
|---|---|
| ৩. সঠিক সতর্কবার্তা প্রচারের ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সাথে আবহাওয়া অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধির পাশাপাশি ইলেকট্রনিক সহ সকল গণমাধ্যমে হালনাগাদ সতর্ক সংকেত প্রচারে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর; আবহাওয়া অধিদপ্তর |
| ৪. উপকূলীয় এলাকার বাসিন্দাদের ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলার ক্ষেত্রে সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি তিন মাস পর পর প্রশিক্ষণ ও মহড়ার আয়োজন করতে হবে | জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি |
| ৫. ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার জন্য উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সমন্বয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর; জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি |
| ৬. উপকূলীয় এলাকার আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর অবস্থা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষন ও সংস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় তহবিল বরাদ্দ এবং কর্মী নিয়োগ করতে হবে | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর |
| ৭. ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় উপযুক্ত স্থানে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে কমিউনিটিভিত্তিক আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি পুনর্গঠন করতে হবে | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর; জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি |
| ৮. দুর্গম এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়গ্রহণকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় শুকনো খাবার এবং সুপেয় ও নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে | জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি |
| ৯. ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত বেড়িবাঁধ, অরক্ষিত পোল্ডার চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তার নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে | পানি উন্নয়ন বোর্ড, জেলা ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি |

## (খ) ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী পদক্ষেপ সংক্রান্ত

| সুপারিশ | অংশীজন |
|---|---|
| ১০.সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী ক্ষয়-ক্ষতির চাহিদা নিরূপণ, ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা তৈরির জন্য বিশেষ ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর; এনজিও বিষয়ক ব্যুরো; জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি |
| ১১.দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের উদ্যোগে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি বেসরকারি ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করতে হবে | উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি |
| ১২.দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের উদ্যোগে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে উপকারভোগী নির্বাচন এবং ত্রাণ বিতরণ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের ও নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর; তথ্য অধিদপ্তর; জেলা, উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি |
| ১৩.সরকারি-বেসরকারি ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য উপকারভোগীদের জানানোর জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে গণশুনানীর আয়োজন করতে হবে | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর; দুর্নীতি দমন কমিশন; তথ্য অধিদপ্তর; জেলা, উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি |
| ১৪.দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং ঘূর্ণিঝড় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিভিন্ন কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতিতে সম্পৃক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থার পাশাপাশি উদাহরণযোগ্য অবদানের জন্য ইতিবাচক প্রণোদনা দিতে হবে | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর; দুর্নীতি দমন কমিশন |

## (গ) সার্বিক

| | |
|---|---|
| ১৫.'দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী-২০১০' অনুসারে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বে এবং পরবর্তীতে ঝুঁকি কমানো ও দুর্যোগ মোকাবেলার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনের প্রতি যেসব নির্দেশনা আছে তা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে | **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর; এনজিও বিষয়ক ব্যুরো; জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি** |

.....